বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপাত্র (২য় খন্ড)/২০১১/৯০১

তারিখঃ ০৭/০১/২০১৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) -এর নবনির্মিত "সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন" ও "দেশব্যাপী ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি" কার্যক্রম আগামী ০৮ জানুয়ারি ২০১৭ এবং ২৫ পৌষ ১৪২৩ তারিখ রোববার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনের মূল অনুষ্ঠানটি হবে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাও, ঢাকা - এ গমন করে ভবনটির উদ্বোধন করবেন। ভবনটি উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মূল অনুষ্ঠানে বিএসইসি'র দেশব্যাপী ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি কার্যক্রম সংক্রান্ত ওয়েব সাইট (www.financialliteracybd.com) এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। দেশব্যাপী ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি কার্যক্রম সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রেস বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযুক্ত করা হল।

নবনির্মিত ভবনটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিএসইসি'র নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটির নকশা প্রণয়ন করেছে সরকারের স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও গণপূর্ত অধিদপ্তর। নবনির্মিত ভবনটির জমির পরিমান ০.৩৩ একর, প্রকল্পের মেয়াদকাল ১ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬। সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনটি ১টি বেইজমেন্ট সহ ১০ (দশ) তলা বিশিষ্ট। ভবনটির আয়তন প্রায় ১ লক্ষ বর্গফুট। ভবনটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল: এতে মাল্টিপারপাস হল, ট্রেনিং সেন্টার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, ক্যাফেটেরিয়া, ডে কেয়ার সেন্টার, প্রতিবন্ধীদের পৃথক টয়লেট সুবিধা, ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশন ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত অফিস কক্ষ, রুফ টপ গার্ডেন, ইন্টারনেট সুবিধা, সোলার সিস্টেম, ৩০০ কে, ভি, এ, ষ্ট্যান্ডবাই জেনারেটর, ৩টি অত্যাধুনিক লিফ্ট, ১২৫০ কে,ভি,এ, সাবষ্টেশন ইত্যাদি রয়েছে।

আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী বর্গ, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, বিভিন্ন কমিশনের প্রধানগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারবৃন্দ, বিভিন্ন প্রিন্ট/টেলিভিশন/অনলাইন পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ।

০৭/০১/২০১৭

মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র।

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮০-২-৯৫৬৮১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৬১৫২৫, ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯৫৬৩৭২১, ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.secbd.org, www.sec.gov.bd

বিনিয়োগকারীদের সচেতন বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য তাদেরকে বিনিয়োগ শিক্ষা প্রদান অপরিহার্য। সব ধরনের বিনিয়োগেই কিছু ঝুঁকি রয়েছে। বিনিয়োগকারী যদি ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়ে নিশ্চিত লাভের প্রত্যাশায় বিনিয়োগ করেন তবে স্বল্প লোকসানও তাকে হতাশাগ্রস্থ করতে পারে।

বিনিয়োগ শিক্ষা হচ্ছে জনসাধারণকে নিজ আর্থিক সক্ষমতা ও বিনিয়োগের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করা। বিনিয়োগ শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হবে।

বিএসইসি দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করেছে যার অধীনে একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এই একাডেমী বিনিয়োগ শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি আশাবাদী।

বিনিয়োগ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

- সম্পদের সুরক্ষা
- সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা
- বিনিয়োগ পণ্য (Investment Products) সম্পর্কে জানা
- ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আর্থিক পরিকল্পনা
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

বিনিয়োগ শিক্ষার সুবিধাদি

- ভবিষ্যতের আর্থিক সমৃদ্ধি
- আর্থিক বিষয়াদি ও চাহিদার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি
- পরিবার ও সমাজের জন্য গ্রহণযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করা
- অর্থের সঠিক ব্যবস্থাপনা
- ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সঞ্চয়ের যথাযথ পরিকল্পনা
- জ্ঞাননির্ভর তথ্যভিত্তিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- আত্মতৃপ্তি

দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষার কৌশল

- বিনিয়োগ শিক্ষা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী, পেশা বা বয়সের জন্য নয়, এই কার্যক্রম হবে সর্বব্যাপী, সকল জনগণের জন্য, ব্যাপক এবং সুবিস্তৃত।
- সবার জন্য শিক্ষার মাধ্যম এবং বিষয়বস্তু এক হবে না, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী/পেশা এবং বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হবে।
- শিক্ষার বিষয়বস্তু সবার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং সহজে বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করা হবে।
- বিদ্যমান এবং সম্ভাব্য সকল বিনিয়োগকারীর দোরগোড়ায় বিনিয়োগ শিক্ষা পৌছানো হবে।
- বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম স্বল্পমেয়াদী হবে না। একটি পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে এবং ক্রমান্বয়ে সকল মানুষকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলবে।

বিনিয়োগ শিক্ষার প্রথম ধাপ

- আর্থিক খাত, অর্থ ও পুঁজির ধারনা
- ব্যক্তি পর্যায়ে আয়-ব্যয় এর হিসাব, দৈনন্দিন বাজেট প্রণয়ন
- সঞ্চয় এর প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগ খাত
- নিজস্ব তহবিল ও ঋণ এবং এর ব্যবহার
- সাধারণ সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ সংক্রান্ত ধারণা
- বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ
- বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ মাধ্যম এবং সম্ভাব্য লাভ/ক্ষতি
- নিজস্ব আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব এড়িয়ে চলার কৌশল
- বিনিয়োগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিসমূহ
- দীর্ঘমেয়াদী নিজস্ব আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উপকারিতা ও কৌশল
- বিকল্প বিনিয়োগ খাতসমূহ বিশ্লেষণ এবং বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহনের পদ্ধতি

টার্গেট গ্রুপ

দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কর্মসূচীতে পর্যায়ক্রমে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে অন্তর্ভূক্ত করা হবেঃ

স্বল্পমেয়াদী ২০১৬-১৭

বিদ্যমান বিনিয়োগকারী

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ

বিচারক, প্রশিক্ষক, সেনাবাহিনী, পুলিশ, আইনজীবী, সাংবাদিক ও শিক্ষক

মধ্যমেয়াদী ২০১৮-১৯

স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী

সরকারী/বেসরকারী চাকুরিজীবি

এনজিও'র কর্মকর্তা-কর্মচারী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য পেশাজীবি

মধ্যম আয়ের জনগণ

দীর্ঘমেয়াদী ২০২০-২০২১

গৃহিনী

অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী

শ্রমিক, কৃষক

সাধারণ জনগণ